সমকাল

লঙ্কাকাণ্ডের পর ধোঁয়াশা কাটাল কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ

প্রকাশ: ০৫ অক্টোবর ২২ । ০০:০০ | আপডেট: ০৫ অক্টোবর ২২ । ১৮:০৮ | প্রিন্ট সংস্করণ

মহিউদ্দিন মাহি, কুবি

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (কুবি) শাখা ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্তি নিয়ে ধোঁয়াশা ও নানা নাটকীয়তার পর অবশেষে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটি। কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি আল-নাহিয়ান খান জয় এবং সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্য নিশ্চিত করলেন কুবি শাখার কমিটি বলবৎ রয়েছে। চলতি মাস শেষে সম্মেলন করে নতুন কমিটি দেওয়া হবে।

এর আগে এ নিয়ে শীর্ষ দুই নেতার বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্তে কুবি ক্যাম্পাসে ঘটে গেছে লঙ্কাকাণ্ড। ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের অস্ত্রের মহড়া, ককটেল ও ফাঁকা গুলি বিস্ফোরণের পর আবাসিক হলগুলো বন্ধ করে দেয় কর্তৃপক্ষ। এতে বিপাকে পড়েন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৭ হাজার শিক্ষার্থী। প্রায় ৭০ ঘণ্টা পর ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদ নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ছাত্রলীগের শীর্ষ দুই নেতার মধ্যে মতানৈক্যের কারণে কুবিতে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

গত শুক্রবার রাতে ছাত্রলীগের সভাপতি এবং সংগঠনের ফেসবুক ওয়ালে জয়ের নিজের ও লেখক ভট্টাচার্য স্বাক্ষরিত চারটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি শেয়ার করা হয়। এতে কুবি শাখা ছাত্রলীগের কমিটিকে মেয়াদোত্তীর্ণ দেখিয়ে তা বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। তবে এর কিছুক্ষণ পরেই লেখক ভট্টাচার্য ও ছাত্রলীগের পেজ থেকে কুবি-সংক্রান্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি সরিয়ে নেওয়া হয়। এর ফলে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ে। কেন্দ্রীয় ও শাখা ছাত্রলীগের একটি অংশ দাবি করে, কমিটি বিলুপ্ত হয়নি। পরে গভীর রাতে লেখক ভট্টাচার্য সাংবাদিকদের বলেন, কমিটি বিলুপ্ত করা হয়নি। সম্মেলন আয়োজন করা হবে। তারিখ নির্ধারণ হলে জানানো হবে।

সাধারণ সম্পাদক কমিটি বিলুপ্তির কথা অস্বীকার করলেও সভাপতি থেকে এ ধরনের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। এমনকি সভাপতির অনুসারী কেন্দ্রীয় নেতারাও কমিটি বিলুপ্ত হয়েছে বলে দাবি করেছিলেন। তবে সোমবার রাতে জয় তাঁর ফেসবুক ওয়াল থেকে কুবি কমিটি-সংক্রান্ত ওই বিজ্ঞপ্তিটি সরিয়ে নেন। এদিন একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলকে তিনি বলেন, 'আমরা একই দিনে তিনটি ইউনিটের সম্মেলনের তারিখ দিয়েছি। কিন্তু কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে যে প্রেস রিলিজ দেওয়া হয়েছে সেটাতে সম্মেলনের তারিখ দেওয়ার চিন্তা ছিল। ভুলবশত সম্মেলনের তারিখ ছাড়া বিভিন্ন মাধ্যমে প্রেস রিলিজটি শেয়ার হয়ে গেছে এবং আমরা এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি।'

তবে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের শুক্রবারের ধোঁয়াশাচ্ছন্ন সিদ্ধান্তে রণক্ষেত্রে পরিণত হয় কুবি। শনিবার শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রেজা-ই-এলাহী সমর্থিত একটি দল ৪০-৫০টি মোটরসাইকেল নিয়ে পুলিশ ও প্রক্টরের সামনে দিয়েই ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে ফাঁকা গুলি ও ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। তবে রেজা দাবি করেন, কমিটি বিলুপ্তির সংবাদে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি ও অর্থমন্ত্রীকে (স্থানীয় সংসদ সদস্য) ধন্যবাদ জানিয়ে আনন্দ মিছিল বের করেছেন। ককটেল বিস্ফোরণ ও ফাঁকা গুলির অভিযোগ মিথ্যা।

এর পরপরই বিভিন্ন ধরনের দেশি অস্ত্র নিয়ে ক্যাম্পাসে মহড়া দিয়েছেন শাখা ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটির নেতাকর্মীরা। তাঁদের হাতে রামদা, হকিস্টিকসহ বিভিন্ন দেশি অস্ত্র দেখা যায়। তাঁরাও পুলিশ ও প্রক্টরের সামনেই অস্ত্র হাতে মহড়া দেন। এ ছবি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে ব্যাপক সমালোচনা হয় ছাত্রলীগের।

এ অবস্থায় পূজার বন্ধ শেষে আগামী ১০ থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত সব ধরনের পরীক্ষা স্থগিত করে কর্তৃপক্ষ। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য আবাসিক হলগুলো সিলগালা করে দেয় প্রশাসন।

কুবি ছাত্রলীগের সভাপতি ইলিয়াস হোসেন সবুজ দাবি করেছেন, তাঁদের প্রতিপক্ষকে সুবিধা দিতেই প্রশাসন এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কয়েকজন শিক্ষক ও সাবেক ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের যোগসাজশে হল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে প্রক্টর বলেন, এ বিষয়ে তারা না জেনেই মন্তব্য করেছে। প্রশাসন শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেই হল বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে।

কুবি ছাত্রলীগের সভাপতি ইলিয়াস বলেন, এখানে কিছু ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছিল। মূলত একই সঙ্গে একাধিক কমিটি বিলুপ্ত করার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করায় এমন ঘটেছে। তবে শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করেই সোমবার কেন্দ্রীয় সভাপতি বিষয়টি পরিস্কার করেছে। আরেক পক্ষের নেতা রেজা-ই-এলাহী বলেন, কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ যে দিকনির্দেশনা দেবে সেটিই হবে। সম্মেলনের তারিখ দিলে সম্মেলন হবে।

© সমকাল ২০০৫ - ২০২২

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মোজাম্মেল হোসেন । প্রকাশক : আবুল কালাম আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৭১৪০৮০৩৭৮ | ই-মেইল: samakalad@gmail.com